THE DEVIL INCARNATE

PANTOMINE.

1894.

যমের ভুল।

পঞ্চরং।

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত।

শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা ১৭নং তারক চাটুর্য্যের লেন হইতে
শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

২নং হরিমোহন বস্থর লেন নূতন কলিকাতা-প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১।

 [মূল্য ৶০ তিনআনা মাত্র।

চরিত্র।

পুরুষগণ।

চৈতন মোড়ল	গ্রাম্যমণ্ডল।
বিনোদ গুঁই কৃষ্ণ নাপিত পরাণ কামার	পঞ্চাইতগণ।
হারা ডোম	চৌকিদার।
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	পঞ্চাইতের বিচারক
চাষাদ্বয়	
নিধিরাম	চৈতন্যের গোমস্তা।
হারাধন তিনকড়ি মাণিকলাল	চৈতন্যের পুত্রত্রয়।
মনোহর	
ভৃত্য	
নন্দলাল	পুরোহিতপুত্র।

ঝাড়ুদার, জলের ভারি, মেদো ভৃত্য, যম, চিত্রগুপ্ত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পাচুমোহন্ত, ব্রহ্মরাক্ষস, নৈয়ায়িক, প্রহরীগণ পাইক।

স্ত্রীগণ।

শশীমুখী	মনোহরের স্ত্রী।
থাকি	
১ম পাপিণী	
২য় পাপিণী	
একজন বৈষ্ণবী বৈষ্ণবীগণ	

৩৮
১৪৮

যমের ভুল।

প্রথম চিত্র।

প্রথম দৃশ্য।

চণ্ডীমণ্ডপ।

(সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে বিনোদ গুঁই, তারা মান্না, পরাণ কামার, কৃষ্ণ নাপিত ও গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য আসীন।)

পরাণ-কা। পরামাণিক্ ভায়া! এবার তুমি কেঁদোকে ভেঁড়ো কলে ফেলেছো!

তারা-মা। বাবা! বার বার মুরগী বড় খেয়ে বেড়ান ধান, এই-বার মুরগীর আমরা বধিব পরাণ।

বিনোদ গুঁই। আরে মুশাই! কইবো কি আর বুলেন্? দুই বাম্‌নী মাগীনের ঝালায় মোদের ঝি বউ লিয়ে আর ঘর কোরবের ঝো লাই। এহেনে রোজ রোজ আসে, এমনি ভুজং লাগায়, ঝাই শুকরবার হুইচে, অমনি নাত্তিরে বামনীর দরগায় বিটিন্‌রা সব হাজির হইচে, আর চৈতন্ মোড়ল বিট্টা কর্‌ত্তা সেজ্যা সবের ঝি-বোয়ের জজয়ায়ন্তা মজায়ছ্যে।

কৃষ্ণ-না। ওই গুয়োটাই তো গোড়ার-ছে। থাকি ওর রাঁড়, এখন কুট্‌নীপনা ধরে সবার ঝি বউকে মজাবার চেষ্টায় আছে। এবার আমরা ঐ কত্তা-ভজার দল চুরমার কোরে দেব, শচী মা শালিকে চাল্ কেটে উঠিয়ে দেব, ভিটেয় সোরষে বুনে ছাড়বো।

গঙ্গাধর। দেখা যাক্, হারা ডোম তো তাদের নিয়ে আসতে গেছে, তারা এসে কি সওয়াল করে, এক পক্ষের এজেহার শুনে তো আর বিচার কোত্তে পারিনি!

পরাণ কা। মশাই! মোড়ল দাদার আর সওয়াল করবার যো নেই, পরামাণিক ভায়া ঐ বেটা-বেটীকে রাত্তিরে এক ঘরে শুতে দেখে দোয়ারে চাবি দে এসেছে, হারা ডোম্ তালা ভেঙ্গে তাদের দুজনকে চালানি-আসামীর মত বেঁধে নিয়ে আস্‌ছে।

(চৈতন্য মোড়ল ও গাকো বামণী বন্ধন দশায় হারা ডোমের ধাক্কা খাইতে খাইতে ও পশ্চাতে কৃষক-পুত্রগণের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

রাখালগণের গীত।

ছাদে বকুল গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে
বেনিয়েছে চাক মৌমাছি।
হোতা এগিগুনি ভাই মোড়ল দাদা
কোত্তে মিছে খোঁচা খুঁচি॥

সেম্‌সে চলিস্‌ থাকি শালি, সোমজে কোস্‌ কথা,
নইলে, জুটে পুটে ড্যাক্‌রা গুলো, খাবে তোর মাথা,
ওরা রয়েছে সব গোশাভরে,
তোরে একেবারে ফেল্‌বে সেরে,
তুই গোল্লায় যাবি জন্মের তরে
করিস্‌নি-কো কচকচি ॥

থাকি বামণী। (সরোদনে) ভট্‌চার্য্যি খুড়ো! এখনও তুমি বেঁচে আছ। হারা ডোম ব্যাটা আমার ওপর বদিয়াতি কোরে পার পাবে? আমি গরিব বামুনের মেয়ে, কখন কারো কাঁচা য়েলে পা দিইনি, দুক্ষু-ধান্ধা কোরে আপনার গুজরান চালাই। সকালে ছড়া ঝাঁট দিচ্চি, কোত্থেকে মাতাল হারা ডোম আমার ঘরে ঢুকে আমার উপর অত্যাচার কত্তে লাগলো, আমি মুখপোড়ার বদ্‌ মৎলবে রাজি হইনি বোলে, আমাকে ধর-পাকোড় কোরে বেঁধে নিয়ে এসেছে; মোড়ল মশাই সেইখান দে কোথা যাচ্ছিলেন, আমার দুক্ষু দেখে, এই ড্যাক্‌রা ডোমকে আমায় ছেড়ে দিতে বলায় ওঁকেও এক দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেল্লে। তুমি বিজ্ঞ পণ্ডিত, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য দেব, সুক্ষ্ম বিচার কোরে ব্যাটার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে দেশ থেকে দূর করে দাও।

হারা ডোম। গস্তানি! তোর বড় মস্তানি! আজ রদ্দার ঠেলায় এখনি তোর সব কার্‌দানি ঘোচাব।

কৃষ্ণ-না। উঃ! ছেনাল মেয়ের দুষ্টু বুদ্ধিতে কার বাপে আঁটে? "হাতে দৈ. পাতে দৈ, তবু বলে কৈ কৈ।" খুড়ো-ঠাকুর! কাল রাত্তিরে ঐ চৈতন মোড়লকে থাকি বামণীর সঙ্গে এক বিছানায় দেখেছি। আমি নিজে দরজা বন্ধ কোরে তোমাদের সকলের সাম্‌নে হারা ডোমকে এই চাবি দে পাঠিয়ে দিলাম। মুড়কীমুখী মল্লসা বেটী হারামজাদ্‌কি কোরে এখন উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে দেবার জোগাড় কোচ্চে! কি বলবো. তুই বামুনের মেয়ে, নইলে এক লাথিতে এখনি তোর থোঁতা মুখ ভোঁতা কোরে দিতেম।

ভট্টাচার্য্য। আরে রসো রসো! কথাটা আমায় সম্‌জাতে দাও, তুমিও নালিশবন্ধি থাকোও নালিশবন্ধি, কার কথায় বিশ্বাস করি? উভয় পক্ষের সাক্ষী না নিলে কেমন কোরে দোষ প্রমাণ করি? কৃষ্ণ! তুমি যখন চৈতন মোড়লকে থাকর ঘরে এক বিছানায় দেখেছিলে, তখন তোমার কেউ সাক্ষী ছিল?

কৃষ্ণ-না। আজ্ঞে, দুপুর রাত, সকলে নিশুতি, তখন কাকে আর সাক্ষী পাব?

ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা, তুমিই বা দুপুর রাত্তিরে ভদ্র মহিলার ঘরে কি অভিপ্রায়ে গিয়েছিলে?

থাক বামণী। (সরোদনে) ভট্‌চায্যি খুড়ো! ও দুক্ষের কথা আর বোলবেন না! আমি অবিরে মেয়ে মানুষ, পাঁচ দোরে ভিক্ষে শিক্ষে কোরে দিন কাটাই, রাত্তিরে একলা ঘরে থাকি; গাঁয়ের বাওনডুলে পোড়ারমুখোরা আমার

আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে শিশ দেয়, কু দেয়, কত ঠাট্টা বোট্‌কিরে করে। তুমি খুড়ো বাপের তত্তুল্য, লাজের মাথা খেয়ে তোমায় আর কি বল্‌বো, সে দিন রাত্তিরে বাইরে বেরিয়েছিলুম, এই কেষ্টা নাপ্‌তে হতভাগা তেড়ে এসে আমার হাত ধরে; যেই চ্যাঁচামেচি কোরে উঠ্‌লুম, অম্‌নি পা দুটো জড়িয়ে ধোরে, আমায় মিনতি কোরে, সে কথা প্রকাশ কোত্তে নিষেধ কোরে পালিয়ে যায়। এখানে যারা উপস্থিত, এদের সকলকারই মুখ্‌পোড়া! বলে "দোষ গুণ কব কার, একভস্ম আর ছার।" খুড়ো মশাই! আপনি প্রাচীন, বিচক্ষণ লোক, যাতে দুক্ষি ব্রাহ্মণের-মেয়ের ধর্ম্ম বজায় থাকে, সেই বিচার করুন। চণ্ডাল ব্যাটাদের দৌরাত্ম্যে চারচাল বেঁধে আমার ঘর করা ভার হোল, ওদের জ্বালায় এবার বুঝি আমায় দেশ থেকে পালাতে হয়।

তারা-মান্না। বলি ঠাক্‌রুণ! তুমি শচী মা সেজে, ঘর ঘর জোজিয়ে, আমাদের ঝি-বউকে মজিয়ে এখন যে বড় সর-ফরাজী কোচ্চো? চৈতন মোড়ল তোমার উপপতি, এ গাঁয়ের কে না জানে বলতো?

বিনোদ গুঁই। হ্যা—বোলেন তো মান্না মুশাই! বোলেন, বোলেন—আপনি বোলেন। আমাগার বোলবের ভার আপনার উপর সমাপ্পন কোর্‌চি। বিটি আমার নিচু কাঁচা মেয়েডাকে ভুজং দিয়্যা খারাপ কর্‌বার যোগাড় কোর্‌ছিল। এখন্তি মুখ্‌ নাড়্যে কথা কইবার

লাগ্‌ছে, এ্যাকি থাবাড়ে চাবালিটা উড়ায়্যে দিবার পারি, তা হল্যে সব জ্বালা মিট্যে।

ভট্টাচার্য্য। আরে, তোমরা সকলে মিলে মিছে গণ্ডগোল কল্লে কি হবে? থাকোর দোষ প্রমাণের সাক্ষীর কোন জোগাড় দেখছি-নি। চৈতন মোড়ল! তুমি ধূর্ত্ত ও ফন্দিবাজ্, ভিজে বেড়ালের মতন বড় যে জড়-ষড় হ'য়ে চুপ কোরে রয়েছো? তোমার মুখে এখনো পর্য্যন্ত কোন কথা বেরোচ্চে না কেন?

চৈতন-মো। দাদাঠাকুর! আমি আর কি বোল্‌বো? আজব গাঁয়ের গজব কারখানা দেখে একেবারে হকৃচকিয়ে গেছি। বাপ্, কুতন্ত্রী লোকে ষড়যন্ত্র কোরে দিনকে রাত কোর্‌তে পারে! ভাল মানুষের বাপ আঁট-কুড়ো! আমি ভোরের বেলা মাঝের গাঁয়ে মেধো সর্দ্দারের কাছে খাজনা আদায় কোর্‌তে যাচ্ছিলেম; হারাডোমের, গরিব ব্রাহ্মণ কন্যার উপরে জুলুম দেখে. ছাড়াতে গিয়ে বাঁধা পোড়লুম। কি অরাজক!—এ ঘোরকলি! কৃষ্ণ হে—আর বুঝি মান বাঁচিয়ে চোল্‌তে পাল্লেম না। আমি চৈতন মোড়ল, দপ্‌দপায় বাঘে গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াই, হারামজাদা বেটারা ষড়যন্ত্র কোরে আমাকে ফেলসানীর আসামীর ফেরে ফেলে একেবারে মজাবার যোগাড় কোরেছে। ভট্‌চায্যি দাদা! তুমি সৎ-বিদ্বান, তোমার কাছে কারু জালসাজি কারসাজি সাজবে না। সূক্ষ্ম বিচার কোরে পাজী বেটাদের মেজেষ্টরী সোপরদ্দ কর।

ভট্টাচার্য্য। বলি কিহে কৃষ্ণ! তুমি তো তোমার আসামীর কোন দোষ প্রমাণ কোর্‌তে পাচ্ছ না। থাকোর উপর হারাডোমের বদিয়াতি—চৈতন মোড়লের দ্বারায় সপ্রমাণ হোয়েছে। এখন প্রধান আসামী তুমি, আর হারা ডোম তোমার উত্তরসাধক। আমি তোমাদের উভয়কেই হুজুরে চালান্ দেবো। পঞ্চাইৎ মহাশয়েরা এতে কি বলেন?

তারা মান্না। আজ্ঞে, এ অধমকে পঞ্চজন ভদ্রলোক মিলে আজ তাদের মুখ স্বরূপ কোরে আমাকে উচিত অনুচিত বল্‌বার ভার দিয়েছেন, আমার মতে যদিও কৃষ্ণ নাপিত কোন বিশিষ্ট প্রমাণ দেখাতে পাচ্ছে না, কিন্তু থাকো যে দোষী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। থাকো ব্যভিচারিণী ও চৈতন মোড়ল তার উপপতি, এ বিষয় গ্রামের ছেলে বুড়ো করে সকলেই জানে। আর কৃষ্ণ নাপিত যে থাকোর ঘরে তালা বন্ধ কোরেছিল, তা আমাদের সর্ব্বসমক্ষে হারা ডোমকে দিয়ে চাবি পাঠানতেই প্রমাণ হয়েছে। কৃষ্ণ নাপিতের বিশেষ সাক্ষীর অভাবে এ মোস্তবায় ওর দরখাস্ত নামঞ্জুর কোর্‌তে আজ্ঞা হোক্; আর থাকোর মিথ্যা নালিশ গ্রাহ্য-যোগ্য নয়, অতএব উভয়ের আবেদন ডিশ্‌মিস্ করেন, অধীনের এই প্রার্থনা।

জনকয়েক চাষার প্রবেশ।

১ম চাষা। দোহাই আল্লার! ঠাউর, প্রমাণ বারাইচে, প্রমাণ বারাইচে! মোরা হারা ডোম্‌কে থাকোর ঘরের তালা

ভাঙ্‌তে দেখ্‌ছি, থাকোরে হারাডোমকে বাথান কোরবের শোন্‌চি, আর দুই মোড়া মোড়লভারে তার কান্‌চকে ডারাইবের দ্যাখ্‌ছি, মোরা মাঠে লাঙ্গল দেবার ছেলাম, চ্যাচানির ধমকে নজদিকে আসে সব লজর কর্‌চি।

ভট্টাচার্য্য। থাকো! এতো তবে বড় দোষের কথা। এরা চাষী লোক, ক্ষেতী খোলা করে খায়, এরা সাজোষ কোরে তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কইতে আসে নি।

থাকো। খুড়ো মশায়! আপনার পা ছুঁয়ে বোল্‌তে পারি, আমি এর ভাল মন্দ কিছু জানি-নি। এ নষ্ট চন্দ্রের কলঙ্ক কেন যে আমার উপর পোড়ছে, তা গোবিন্দই জানেন।

চৈতন-মো। দাদা! আমি দিন রাত হরিনাম করি, হরি-নামের কি শেষে এই ফল ফোল্‌লো? হা গোবিন্দ! কলির মাহাত্ম্য কি এতই প্রবল হোয়েছে?

ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা, এ মন্তব্যয় চাক্ষুষ প্রমাণের অভাবে তোমাদের বেকসুর খালাস দিলেম, কিন্তু তোমাদের উভয়কে সর্ব্ব-সমক্ষে বিরুদ্ধ সম্বোধন কোরে যেতে হবে।

থাকো। হ্যাঁ খুড়ো মশাই, এ বেশ কথা, আমি এখনি তা কোত্তে রাজি আছি।

চৈতন মো। আমিও।

ভট্টাচার্য্য। আচ্ছা, তোমরা পরস্পর পরস্পরকে মাতা পিতা সম্বোধন কোরে এখান থেকে প্রস্থান কর।

থাকো। (মোড়লের প্রতি লোকে বলে মোড়ল বাবা, আমি তোমার রাঁড়!

মোড়। যে কেন বলুক না মা, তুমি হেঁসে ঘর যাও না?

সভাভঙ্গ।

চাষাদের গীত।—

জুবানে আল্লা বোলো কল্‌মা পড়ো থাকো বিবি।
রসুলের দোহাই দিলে দুনিয়াদারির মজা লিবি॥
ছি ছি ছি অরি বোলে, হ্যাদে তুই বাউণ্ডলে,
চৈতন মোড়লের কোলে
মিছে কেন খাবি খাবি।
তুই ঝ্যামন লো বামনী ভারি,
তেমনি আমার লবীন ধাড়ি,
আয় গুটি গুটি মোগাড় বাড়ি
মোয়ের খসম্ কোরে সুখটি পাবি॥
দিমু পায়ে পাশুলি, চুল মাদুলি, বিবি আনা লত,
মক্কাই সাড়িতে তোয়ার বাড়বে লো সুরত,
ঝলমলে পোষাগে দ্যাখতে হবিলো খোসখত
ঠিক ঝেন পয়রির ছবি।
চাচা আমার আব্‌দুল্লা আঁটে মোরে কেটা,
বদহাল হোগ মরদ বিটি নইকো লো ঠেঁটা।
মোগার আজা হজরৎ নবি॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চৈতন মোড়লের গোলাবাড়ী।

দুই জন মনিজের ধান আছ্ড়াইতে আছ্ড়াইতে গীত।

এবের বিগায় পাঁচ মাপ ফোল্যাছে ধান।
রাজার পুণ্যা কাপস ধান বেড়েছে'র ম্যাজমান॥
রোদ্দুরে পিট্টি দিয়্যা
(বোসবো) খোরাভরা পায়েস্ নিয়্যা
ভাবা পুলি তায় ঠেকায়্যা
লুস্বো গব্ গবাগব্ লবেজান॥

১ম মনিজ। এজ্কের পঞ্চাইতের মামলার হোদিস্ শুন্চিস্? মোগাদের কোর্ত্তা, থাকি বাম্নীর সাথে ধরা পোড়্ছ্যালো; কিন্তু গুঁসাঁয়ের কেরামতে বড়ই সেমলে গ্যাছে। হ্যাকেবারে বেকোসুর খালাস।

২য় মনিজ। যা বোলিস্ ভাই, কোত্তার নসিবটা বড় জোর। হামেসা দায়মালি চালানের কাম করে, শেষে সব কাটে-কুঠে শাফ্ হোয়ে বেইরে আসে। বিটা কি মন্তোর জানে, নইলে সাম্লায় ক্যামনে?

১ম মনিজ। বিটা পাজির পা ঝাড়া। তিন সোনের মেইনে দ্যায়নি, কিন্তু ডরে কিছু বলবারও পারিনি। তলে তলে ধান্ সাবাড় কোরে তলব পোষায়্ লিছি।

২য় মনিজ। আরে,চুপ্‌দে, চুপ্‌দে! ওই হুমো বারাইছে, শোন্‌লে জানবাচ্ছা একগাড় কোরবে।

(নিধিরাম ও চৈতন মোড়লের প্রবেশ।)

চৈতন। দ্যাখ, নিধিরাম! ব্যাটারা জোগাড় কোরে আজ, কিন্তু আমায় বড় ফাঁপোরে ফেলেছে। হাতে নাতে ধোরে একেবারে মেজেষ্টরিতে চালান দোবার জোগাড় কোরেছিল, কেবল থাকিশালির বুদ্ধির জোরে আজ পার পেয়েছি।

নিধিরাম। কর্ত্তা! আমায় বক্‌সিস্ করুন,—আমায় বক্‌সিস্ করুন! আমি ওই থাকি বামণিকে প্রথমে আপনার সঙ্গে জোটপাট কোরে দিই, তাই এখন আপনি ঘরে বোসে বেপরোয়ায় ঘোষপাড়ার মজা লুট্‌চেন। ধুলফুলের জোরে পুরোনো জ্বর আরাম কোরচেন, বাতশিরে ভাল কর্‌চেন, পানাপুকুরে ডুবিয়ে আকাট বাঁজীকে জলজ্যান্ত ছেলে হবার ওষুধ দিচ্চেন; আর কানা খোঁড়ার তো কথাই নেই,গণ্ডায় গণ্ডায় গড়াগড়ি দিয়ে ধড়মড়িয়ে চোলে যাচ্চে। দুয়োকে সুয়ো কোরে দোয়া, ভালবাসাকে বশে আনার অছিলে, কোনের বউ গুলোকে ঘর থেকে টেনে এনে তাদের সরম ভরমের মাথা খেয়ে মরমের ব্যাথা দূর কোরে দিচ্চেন।

চৈতন। সে যা হোক্, এখন ঐ বজ্জাৎ ব্যাটাদের জব্দ করবার উপায় কি বল দেখি?

নিধিরাম। আঃ, ও একটা কি বড় কথা! ব্যাটারা জলে বাস

কোরে কুমীরের সঙ্গে বাদ কোরেছে!—বুকে বোসে দাড়ি উপড়াব,—ঘাড়মোটকে রক্ত খাব—ঝি বোয়ের ইজ্জৎ নোবো—আসবাব্ লুটতরাজ কোর্‌বো—ঘরে আগুণ লাগাবো—শেষে বেছপ্পর কোরে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো—না হয় ঠাকুর দীঘির নিগম জলে বাছাধনেদের দেহগুলো নিয়ে ছিনিমিনি খেলাবো।.. আমি কেলে খাঁ আর মগাই সর্দ্দারকে সেই তদ্‌বিরে নিযুক্ত কোরেছি।

চৈতন। ভ্যালা মোর বাপ্‌রে! আমার মনের মতন কাজ কোরেছ। আমি তোমায় এবার কড়ির আঁচিল পাঁচিল জাঙ্গাল তোয়েরি কোরে দেবো। সোণা দিয়ে তোমার বউকে মুড়বো। কিন্তু, বাবা, সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কাজ কোরতে হবে।

নিধি। কি?

চৈতন। দ্যাখ! ঐ বামুনপাড়ার মোনহর ছোড়ার বিউটি যেন মা জগদ্ধাত্রী প্রতিমের মত—দেখতে দিব্বি ফুট্‌ফুটে। আবার লেখাপড়া জানে, গান বাজনা জানে, বেশ চালাক চতুর, কথাগুলি বড় মধুর, তার ভাতার ছোঁড়া কোলকেতায় চাকরি করে। বছরের মধ্যে একবার দুবার আসে। সেই ছুঁড়িকে যদি হাত্ত কোরে দিতে পার, তা হ'লে একেবারে রোকসার কিস্তিতে মাৎ কোরে বাজি ভোর কোরে বসি!

নিধি। সে বড় কড়া টক বাবা, সে বড় কড়া টক্; সেখানে আমার ডাল গলাবার উপায় নাই। তবে

থাকি বামণীর কৌশলে কোন প্রকারে ঐ রমণী-
মীনকে যদি চারে আন্‌তে পারি, তার যোগাড়
দেখ্‌বো কি ?

চৈতন। ওরে বাবা! তোর খুড়ো কি সে ঘাট ফাঁক
রেখেছে? থাকি-শালিকে দিয়ে সেছুড়ীকে অনেক টাকা
খোতে শেষে রাজি করিছি। কিন্তু, ছুঁড়ী ডব্‌কা কি না,
এখনো ভয় ভাঙ্গা হয় নি। বলে, বড়দিনের ছুটীতে
তার ভাতার বাড়ী আস্‌বে, তাই এখন্ ঘেড়ুচ্চে না।
তার ভাতার চোলে গেলেই আমার মৎলব হাঁসিল
হবে।

নিধি। তবে রয়ে, খুড়ো রয়ে! সোবুরে মেওয়া ফলে।
আঁকু পাঁকু কোরে ঝাঁপাই ঝুড়ো না। সোহাগের ঘুড়ী
ভয়ে ফুড়ুৎ দেবে। রোয়ে বোসে টিট্ কোরে নিও
বাবা।

চৈতন। ছুঁড়ীটার লালচে আমার মন ভারি উদাস হোয়েছে,
কোন মতেই আর বশে রাখ্‌তে পাচ্চি-নি। আমি দুবেলা
দুসন্ধে থাকি-শালীকে তার বাড়ী পাঠাই; কিন্তু, সেও
আজ কাল কোরে টাল্‌লা দিয়ে রাখ্‌ছে। শুন্‌ছি তার
ভাতার শালা কাল রাত্তিরে বাড়ী এসেছে। দিন দুচ্চার
বাদে আবার চলে যাবে। কিন্তু এই চার দিন আমার
চার যুগ বোলে বোধ হচ্চে। আমি প্রত্যহ সাঁজ সকালে
ফুরসৎ পেলেই তাদের খিড়কীর বাগানে বেড়াই,—আব-
ডাল থেকে ছুঁড়ীকে দেখি আর মদন আগুনে দ্বিগুণ
জ্বলে মরি।

একজন পাকের প্রবেশ।

পাক। খুন হইছে! গালিম পড়ছে! ভাতার মারি জলায় মেদো সদ্দার কেষ্টা নাপিতকে পাবড়া মেরে ঘাল কোরে ছুটে পালাচ্ছিলো, একেবারে দারগার হাতে পোড়ছে। এবার আর সামলাবের যো নেই।

চৈতন। চল্, চল্, শিগ্‌গির চল্! নিধি! এস এ বিষয়ের একটা পরামর্শ কোরে বাবার ষোড়শোপচারে পূজো পাঠিয়ে সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে ফেলি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মনোহরের খিড়কীর বাগান।

মনোহর ও শশিমুখী আসীন।

শশিমুখীর গীত।

হের হের প্রাণসখা পুরব গগনে।
হাসে দিনমনি উষা বিনোদিনী সনে॥
নাশিয়ে তমসা রাশি, আলোক ঝুরিছে হাসি,
সরোজি সোহাগে ভাসি হেরিছে তপনে॥

মনোহর। কিন্তু, শশিমুখী দীননাথকে উদিত হোতে দেখেও এখনো যে প্রফুল্ল রোয়েছে, এই আশ্চর্য্য!

শশী। ভাল কথা! কাল রাত্তিরে তোমাকে একটা কথা বোল্‌বো বোল্‌ব মনে করে, বোল্‌তে ভুলে গেছি। দ্যাখ, কৈবর্ত্ত পাড়ার চৈতন মোড়লের আমার উপর নজর পড়েছে। থাকি বাম্‌নীকে দিয়ে হামেসা আমাকে সওগাদ পাঠায়, কাকুতি মিনতি কোরে, কত প্রেমের লিপি দিন দিন পাঠিয়ে দেয়। আমি সেই দুষ্ট পিশাচকে নোলকাচি দিয়ে আশার আশয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি। এখন তুমি এসেছ, সে হতভাগাকে কি উপায়ে জব্দ করি বল দেখি? যাতে দশজনের কাছে তার মাথা কাটা যায়, মুখ তুলে আর কখনো কোন গেরস্থের মেয়ের পানে না চায়— তার পরামর্শ দাও। সে রোজ দুবেলা দুসন্ধে বেড়ার ধারে এসে উঁকি মারে। থাকি বাম্‌নী সেই ধুম্রলোচন ভোম্বল দাসের পিরীতের কথা তুলে কান ঝালা-পালা কোরে দিচ্চে। সে লম্পট, দুষ্ট, ধূর্ত্ত; সকল রকম বদ-মাইসি তাতে সম্ভবে। আমি এ পর্য্যন্ত ভয়ে তাকে ঘাঁটাইনি। একলা মেয়ে মানুষ বাড়িতে থাকি, জানি কি, যদি সে আমার উপর জোর কোরে কোন অত্যাচার করে, তাই তাকে আশা দিয়ে রেখেছি। তুমি বাড়ি এসেছ তোমায় খুলে সব বোল্‌লেম; তার হাত থেকে আমায় শীঘ্র পরিত্রাণ কর!

মনোহর। আচ্ছা, আজ থাকি এলে, রাত্তিরে চৈতন মোড়ল বেটাকে তোমার কাছে আসতে বোলো। আমি মামার বাড়ী যাবার ভান কোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোসেদের বাড়ী বোসে থাকবো। শালা এলে আচ্ছা কোরে

নাকাল কর্‌বো। দেখ, আলমারীটা খালি করে রেখো।

শশী। হ্যাঁ, সেই ভাল।

মনোহর। এ বেস কথা, এখন ঘরে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শশিমুখীর গৃহ। চৈতন মোড়লের প্রবেশ।

চৈতন্য। কোথা গো, বউ ঠকরুণ কোথা? অনেক আশা করে অতিথ এসে ঘরে আশ্রয় নিলে, মিষ্টি কথা কয়েও কি তাকে তুষ্ট কোর্‌তে নেই?

(শশীমুখীর প্রবেশ।)

শশী। আসুন মোড়ল মশাই! আমি আপনার জল-যোগের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেম। থাকোতে আমাতে দুজনেই সব উদ্‌য্যুগ কোরে রেখেছি। এই থাকোকে দিয়ে আপনাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি। আমার প্রতি আপনার এমনি ভালবাসা যে, থাকোর আপনাকে ডাক-বার ভরও সয় না। যাহোক আমার বদখৎ খোখিস ভাতারটা মামার বাড়ি গেছে. আমি বেঁচেছি। আজ আপনার সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে আলাপ কোরে আশা মিটাবো।

চৈতন। তবে, ভাই, তুমি আমায় ভালবেসে এদ্দিন কেমন কোরে চুপ-কোরে-ছিলে ?

শশী। সে কথা আপনাকে আর কি বোলবো বলুন। মেয়ে মানুষের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। আপনি একটু বসুন আপনার জল খাবার আনি।

চৈতন্য। না, জল খাবার আর দরকার করে না। তোমার মিষ্টি কথা শুনেই আমি তুষ্ট হইছি। এখন প্রেম সুধাদানে তুষ্ট পিপাসাকে শান্তকর তা হলেই কৃতার্থ হব।

শশীমুখী। সে কি, মশাই। তাওকি হয়, আপনি ভদ্দর লোক আমার বাড়িতে দয়া কোরে এসেছেন ;--সবে এই প্রথম আলাপ ;—মিষ্টি মুখ না করলে আমার যে বড় কষ্ট হবে।

চৈতন্য। না, না, তোমার যাতে কষ্ট হবে তা আমি কখন করবো না। যাও ভাই, যাও, যা আয়োজন করেছো শিগ্‌গির নিয়ে এস।

শশী। আজ্ঞে অধীনী তাড়াতাড়িতে বড় বেশী আয়োজন করতে পারিনি। সুধু নারিকেল-মুড়ীর আয়োজন মাত্র।

চৈতন। মুড়োমুড়ী ওই বন্দোবস্ততেই বিদায় হতে হবে নাকি ?

শশী। সে কি কথা ! আপনি তামাসা কোচ্চেন ? আপনি গ্রামের মোড়ল, মান্য ব্যক্তি ; আমি কি শুধু তাতে আপনাকে বিদায় করতে পারি ? আরো রকমারি আছে এলেই দেখ্‌তে পাবেন। তবে আমি আনি-গে।

চৈতন। হ্যাঁ, শিগ্‌গির এস। তুমি চোখের আড়াল হোলে কিছুই ভাল লাগে না, চাদ্দিক আঁধার দেখি।

(শশীমুখীর প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।)

শশী। ওগো, ওগো, সর্ব্বনাশ হোয়েছে! যা ভয় করে ছিলেম তাই। গোঁয়ার ভাতারটা তাড়াতাড়ি কোরে কি ভেবে মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। এখন আমারো প্রাণ বাঁচানো ভার তোমারো প্রাণ বাঁচান ভার।

চৈতন। এঁ্যা! এঁ্যা! বল কি, বল কি ভাই, তবে কি হবে?

নেপথ্যে। দোর খোল! দোর খোল! শিগ্‌গির দোর খোল! এই তোমাকে রান্নাঘর থেকে খাবার আন্‌তে দেখ্‌লেম, তাড়াতাড়ি করে ঘরে ঢুকে দরজা বন্দ করলে যে? ব্যাপারখানা কি?

শশী। না, ব্যাপার এমন কিছুই নয়। ঝি ও বাড়ি গেছে, বাড়িতে একলা আছি, হুট্‌পাট্ করে কে ঢুকলো দেখে, ভয়ে তাড়াতাড়িতে ঘরের দোর বন্ধ করে দিয়েছি।

(চৈতন মোড়লের আলমারির ভিতর প্রবেশ।
শশীমুখী আলমারি বন্দ করিয়া)

তা তুমি এয়েছ;—আঃ বাঁচলেম। এই দরজা খুলি। (মনোহরের প্রবেশ।) আচ্ছা, এর মধ্যে যে মামার বাড়ি থেকে ফিরে এলে? তুমি বোলে ছিলে আজ আসবেনা, তাই আমি নিশ্চিন্ত হোয়ে খাবার দাবার কিছু বন্দোবস্ত করি-নি।

মনো। সে কি? এত আয়োজন করে রেখেছ,—এ সব তবে কার জন্যে?

শশী। ও সব আমার একটী পোষা মানুষ আছে তার জন্যে।

মনো। পোষা মানুষ কেড়েছ, তবে আমাকে ছেড়ে দেবে নাকি? তা পার তোমাদের জোর কপাল, তোমরা এক ভাতার ছেড়ে যাতে আবার আর এক ভাতার কাড়তে পার, শুনছি কোন সদাশয় সাহেব তোমাদের উপর দয়া করে সেই আইনটি জারি করবার জন্য বড় ব্যস্ত হোয়েছেন। বোধ হয় শিগ্গির আইন পাশও হবে, তা হোলেই তোমরা পুরো স্বাধীন হবে;—একজনের কাছে চিরকাল বাঁধা থাকতে হবে না। সে যাক্ এখন তামাসা থাক, পরশু আমায় কলকেতায় ফিরে যেতে হবে এ সব ঘরকন্নার ডেয়ো ঢাকনা নিয়ে তো যাব না, বড়দিনের হাট, এ গুলো হাটে পাঠিয়ে দিয়ে বিক্রি করে ফেলা যাবে। বিশেষত এই বড় আলমারিটা এটা তো কোন মতেই নিয়ে যাওয়া হবে না, আর এখানে থাকলেও উয়ে নষ্ট করবে, মুটে ডেকে আগে এইটাকে হাঠে পাঠন যাক্।

শশী। তাইতো এর মধ্যেই এ মতলব কেন হোল? আগে তো আমায় কলকেতায় নিয়ে যাবার কোন কথাই বল-নি।

মনো। তোমার কি আমার সঙ্গে যেতে মন সরচে না নাকি?

শশী। না সে কি কথা, তুমি কায়া আমি ছায়া, তুমি যেখানে যাবে আমি সেইখানেই যাব;—তবে—তবে—

মনো। তবে কি বল।

শশি। না, এমন কিছু না, তবে, তবে—এত তাড়াতাড়ি তাই বলছিলেম।

মনো। না আমি তোমার তবে টবে বুঝি না, তোমাকে আমার সঙ্গে পরশু সকালেই যেতে হবে মুটেদের বাইরে দাঁড় করে রেখেছি ডেকে আনিগে।

[প্রস্থান।

(আলমারির ভিতর হইতে)

চৈতন। ওগো, ওগো, আমি হাঁপিয়ে সারা হলেম, তোমার পায়ে পড়ি, খুলে দাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

শশী। তা কেমন করে খুলি বল! মোড়ল মশাই! খুলে এখনি তোমার মাথাটিও যাবে, আমার মাথাটিও যাবে, পিরীত করতে গেলে একটু কষ্ট সইতে হয়। দম বন্ধ করে খানিকটা চুপ করে থাক। দেখো, হেঁচোনা—কেসোনা।

(জন কয়েক মুটে লইয়া মনোহর দাসের প্রবেশ।)

মনো। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছিলে? ঘরে কোন লোক আছে?

শশী। (সহাস্যবদনে) না, লোক আবার কে থাকবে। তবে মনে মনে বল্‌ছিলেম রাত্তিরেই তাড়াতাড়ি মুটে ডাকবার দরকার কি! কাল সকাল বেলা ডাক্‌লেই হোতো।

মনো। তুমিতো ভারি পাগল দেখ্‌চি, ডাকিনিতলার হাট যে পাঁচ ছয় ক্রোশের পথ! রেতের বেলা না পাঠালে কাল হাটে বেলায় কি পৌছুবে?

শশী। যা ভাল বোঝ কর। (সহাস্যে) কিন্তু—কিন্তু—

মনো। কিন্তু আবার কি ?

শশী। আলমারির ভিতর জিনিষ পত্র গুলো আছে ভেঙ্গে তচ্ নচ্ হয়ে যাবে।

মনো। তা জিনিষ পত্র না হয় বের করে নাও।

শশী। না ভাঙ্গবার এমন কিছু নাই। (সহাস্যে) তবে, তবে একটা মস্ত মোটা মুরোদ আছে, তা ভাঙ্গ্‌বে না। নিয়ে যাও।

[মুটের আলমারি লইয়া প্রস্থান ও হাঁসিতে হাঁসিতে মনোহর ও শশিমুখীর প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

ডাকিনীতলার হাট।

(একজন ম্যাথর ঝাড়ুদারের টিনের বাল্‌তি লইয়া গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

গীত।

ম্যাথরকে কড়ি দিতে দেরি কেন করিস ভাই।
নরদমা সাফ্ করি নিতি তবুও কি মন খুসি নাই ?
ঝাড়ু দিয়ে ধূলো ঝাড়ি ওঁচলা ময়লা মোক্ত করি।
তবে কেন মুখটি ভারি সদা করিস্ দুর ছাই॥

[সকল ব্যপারীর নিকট গাইতে গাইতে তোলা লইয়া প্রস্থান।

প্র-খরিদ্দার। (ভৃত্যের প্রতি।) আলমারিতে কি বাবু ?

ভৃত্য। আজ্ঞে মানুষ নয়, বাঁদর নয়, অদ্ভুৎ জন্তু। ভালুকের ধরণ ধাঁচা, কিন্তু, রোঁনেই ;—হোঁদোলকুৎকুতে।

(কতকগুলি লোকের প্রবেশ।)

দ্বি-খরিদ্দার। বাবা! একবার দেখ্‌তে পাই?

ভৃত্য। আজ্ঞে চাবি আমার বাবুর কাছে, তিনি এলেন বলে। শুনেছি এটীকে নিলেম করে, বিক্রী করা হবে।

তৃ খরিদ্দার। না দেখে কে নেবে?

ভৃত্য। দেখলে লোকে ঝাঁ্যাটা মারতে যাবে।

তৃ-খরিদ্দার। তবে বুঝি, কুকুর-শিয়াল?

ভৃত্য। না, দো-আঁসলা হুলো বেরাল।

(একজন জলের ভারির কলসি লইয়া গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ। ও তোলা সাধন।)

গীত।

দে—তোলা, দে তোলা ত্বরা, দে তোলা,
তোরা দে তোলা।
কপাল কুচ্‌কে চোক মোট্‌কে,
কেন নাক্, সেঁটকাস্ মোর বেলা ॥
তোরা সবে কে-বল মুখ ঝামটা,
দিস্ অপরেলো হাত্ত আট্‌কা।
আমি আঁশ্‌টে পাটা করি টাট্‌কা,
ধুয়ে মুছে রোজ সকালা ॥

আমার একটি দিনও নাইকো কামাই,
দুবেলা জল কত জোগাই।
তবে দান দিতে কেন কারো মন্ নাই,
ভাঙ্গবো রেতে সব গাম্‌লা॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

(একতারা হস্তে একজন বৈষ্ণবীর গাইতে গাইতে প্রবেশ ও ভিক্ষাকরণ)

গীত।

হোল ভবের হাটে পয়মাল সব মাল।
বেচা কেনা হোল নাকো ঘটিল জঞ্জাল॥
টাট্‌কা তাজা জিনিষ হেরে,
গ্যাদায় রইলেম গুমোর করে,—
শেষে কেউতো মরে পুঁচ্‌লো নারে,
গেল সকাল বিকাল সন্ধ্যাকাল॥
এসেছিলো ঢের পসারি,
আমি দিইনে কারেও আমলদারি।
আপশোষে হায় তাইতো মরি,
আমার কেঁদে বুঝি যায়গো কাল॥

[প্রস্থান।

(আলমারীর চাবি লইয়া মনোহরের প্রবেশ।)

মনোহর। ভাই সকল! এগিয়ে এস, এগিয়ে এস! প্রকাশ্য নীলামে সস্তা দরে একটী অদ্ভুত জানোয়ার বিক্রী

হবে। জানোয়ারটীর আকার প্রকার মানুষের মতন, কিন্তু আঁচড়ায়, কামড়ায়, চাট্‌মারে আর মাঝে, মাঝে আবার শিং নাড়ে। কারোর কাছে পোষ মানে না। যে আদর করে, এ তারির ঘাড় ভাঙ্গে। যে জুতা মারে, এ তখনি তার পায়ে ধরে। কিন্তু বাগে পেলেই আবার তাকেই নিকেশ্‌ করে। এমন তুশ্‌মোন্‌ চেহারা সোঁদর গাধা, কেউ খরিদ কোর্‌তে চাও এগোও। একদরে বিক্রী।

প্র-খরিদ্দার। মহাশয়! দেখতে পাইনি?

মনোহর। দেখলে কি আর কিন্‌বে ভাই।

তৃ-খরিদ্দার। তবে, কাজ কি কিনে ও বালাই!

দ্বি-খরিদ্দার। নাহে আলমারিটে চাই। মশাই! আমার দর ষোল আনা।

মনো। তোমায় খরিদ করিতে মানা করি না। কিন্তু তুমি এ পাপ ঘরে ঢুকিয়ো না। খোল চাবি শিগ্‌গির কোরে। (চাবি প্রদান) (দ্বিতীয় খরিদাকে।) বের কোরে এই বানর ধেড়ে দাও থ্যাঙ্গরা মেরে বিদেয় করে।

দ্বিতীয় খরিদ্দার আলমারির চাবি খোলা ও
চৈতন মণ্ডলের প্রকাশ হওন।

১ম-খরিদ্দার। আরে কিও! কিও! একি ব্যাপার।

২য়-খরিদ্দার। অ্যাঁ! তাইতো! মোড়ল মশাই যে! মোড়ল মশাই যে! আপনি আলমারির ভেতর! হাটে জন্তু বোলে বিক্রী হচ্চেন! এ কেমন কথা!

মনো। আমার বাড়িতে কাল রাত্তিরে উনি বদমাইসি করতে গেছলেন। আমার পরিবার এই কামান্ধ পিশাচকে কৌশলে আলমারিজাত্ করে, আমি হাটে চালান দিয়ে তাই বিক্রী করতে এসেছি। এখন এটীকে তোমরা কেউ পুষবে? না খ্যাঙ্গরা মেরে বিদেয় কোরবে?

সকলে। এ দুপেয়ে সিন্ধুঘোটককে আর কে কিনবে। এ বদমায়েস্ ব্যাটাকে মেরে বিদেয় কর।

[সকলের মার মার শব্দ ও প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

চৈতন্য মণ্ডলের গৃহ।

নিধিরাম, গমস্তা, ও চৈতন মণ্ডলের প্রবেশ।

চৈতন। বাবা নিধিরাম! মোনোহরে শালা বড় অপমান করেছে। হাটে হাড়ি ভেঙ্গে আমার মাথাটা একেবারে কেটেছে। কারুর কাছে মুখতুলে আর কথা কবার জো নেই। (স্বক্রোধে) কিন্তু তুমি দেখে নিয়ো, আমি চৈতন মোড়ল, অমনি ছাড়বোনা। ওর স্ত্রীকে বের-কোরে ম্যাথর মুদ্দফরাস্কে বিলিয়ে দেবো, ওর মাথাটা নিয়ে ভাঁটার মতন ভাতারমারির জলায় খেলা কোরবো, ওর ভিটেয় ঘুঘু চরাবো তবে ছাড়বো।

নিধি। আজ্ঞে খুড়ো মশাই! হুকুম করেন তো আজ্ঞ

রাত্তিরেই সে কাজ শেষ করি। কিন্তু মালটা থামাল করি কোথা বল দেখি ?

চৈতন। কেন, চুনুরি পাড়ার ভগিরথ জেলের মাটগুদামে।

নিধি। না, তাহ'লে সব প্রকাশ হবে। তার চেয়ে বরং গোলবাড়ির গুমি ঘরে ঐ আভাঙ্গা কামিনীর কেলিকুঞ্জ-কোরে দিলে হয় না ? আপনি মাঝে মাঝে ভিন্দিপাল লয়ে তাকে এক একবার ঢিট কোরতে গমন কোরবেন।

চৈতন। হ্যাঁ সেই ভাল ; নিধিরাম ! তোমার কি বুদ্ধি বাবা ; তোমার মাথায় দোব সোনার টোপর, পরিয়ে দোব চেলির যোড় ; গলায় দোব মতিহার, লাপেটা জুতোয় দেবে বাহার ; তোমার হাতেই আমার মরণ জিওনের কাটি।

(একজন ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। (স্বসব্যাস্তে) কর্ত্তা ! সর্ব্বনাশ হোয়েছে সর্ব্বনাশ হয়েছে। শাম্‌লা এঁড়েটা হঠাৎ মরো মরো। এখনি ফেল্‌তে কড়ি লাগবে। এখন আপনার কি হুকুম বোলুন ?

চৈতন। অ্যাঁ ! মরো মরো ? তবে তুই শিগ্‌গির গিয়ে পুরুৎ ঠাকুরের ছেলেকে ডেকে আন্‌। সে আমার বাড়ি ছেলে পড়ায়, পাটকাটে, বাগানের মালীগিরী করে, বছর দু টাকা মাইনে দিই ; কিন্তু আজ তিন চার বছর তাকে মাইনেও দিইনি ; সে অনেকবার আমার কাছ থেকে একটা গরু চেয়ে ছিলো। ওই এঁড়েটা

তাকেই দান কোর‍্বো। যদি বাঁচে তো কৌশল কোরে আবার ফিরিয়ে নোব, আর মরে তার ঘাড়ের উপর দিয়েই ভাগাড়ে ফ্যাল্‌বার খরচ চালাব।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে আমি তবে তাঁকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

চৈতন। কি বল নিধিরাম! এ পরামর্শটা ভাল হয় নি?

নিধি। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি! আপনার মতন দাতা ভোক্তা ও বিচক্ষণ বুদ্ধিমান এসংসারে কই আরতো দুটি দেখতে পাই নি।

চৈতন। (সহাস্যে) যাগ, এতো ধানের মোরসোমের সময়, বল দেখি কার কোন জমিতে ভাল ধান হোয়েছে? রাতারাতি জোন্ মোনিষের দ্বারা সাবাড় কোরে এনে গোলাজাৎ করি?

নিধি। আজ্ঞে যদু আদক্, মথুর গুঁই, ও তারা মান্নার জমীতে চারপো ধান জোন্মেছে।

চৈতন। তবে আজ রাত্তিরেই সেই গুলি ঘর লাগ করবার যোগাড় কর। আচ্ছা মেধো সদ্দার ব্যাটা অনেক দিন ডাকাতী মাল দেয়নি, সে ব্যাটার কি হোলো, ধরা পড়েছে কি?

নিধি। আজ্ঞে না তার বড় ব্যাম হোয়েছে, সে শয্যাগত উঠতে পারে না।

চৈতন। তবে কালু খাঁকে দিয়ে তাকে নিকেশ কোরে তার পোতা ধন গুলো হাত কোরে ফ্যাল্‌লেনা কেন?

নিধি। যে আজ্ঞে এখনি তার তোদবির কোচ্চি।

চৈতন। আরে সে বোম্বেটে বদনা শুঁড়ী, তার কি খবর বল দেখি ?

নিধি। আজ্ঞে সে কাল রাত্তিরে আপনার জামায়ের নৌকা লুট করে মাল চালান দিয়েছে। জামাই বাবু টেনকি পোরে আজ সকালে আপনার বাড়ী আসেন্। গিন্নীমা দয়া কোরে তাঁকে একখানি পুরোণ কাপড় দিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে গ্যাছেন। এর জন্যে আপনার ছেলেরা তাঁর সঙ্গে বড় ঝগড়া করেছেন।

চৈতন। ইস্ তবেইতো সর্ব্বনাশ! জামাই ব্যাটাতো সব টের পেয়েছে ? আজ রাত্তিরেই বেটাকে নিকেশ কোর্ত্তে হবে।

(পুরোহিতের পুত্র নন্দলাল ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

চৈতন। প্রণাম ভট্‌চায্!

নন্দ। কল্যাণ মস্তু।

চৈতন। দেখ তুমি অনেক দিন ধোরে আমার কাছে একটী গরু চাচ্চ, তা বাবু গরুগুলি সব গাবিন, কেমন কোরে দিব বল ? একটী কাল এঁড়ে আছে সেটী নাও তো, দি।

নন্দ। আজ্ঞে এঁড়ে নিয়ে কি কোর্‌বো, এঁড়েতো আর দুধ দেবেনা ?

চৈতন। কে বোল্লে, তুমিতো ভারি ছেলে মানুষ দেখ্‌চি ? এঁড়ে দুধ দেয় কেঁড়ে কেঁড়ে। এঁড়ে চাষ করে, সেই চাষে ধান হয়, যব হয়, গম হয়, মটর হয়, কড়াই

হয়, আক হয়। এক এঁড়ে পুষলে সংসারে আর কোন ভাবনা থাকে না। তোমার বাবার তো নাথরাজ জমি আছে, ঐ এঁড়ে নিয়ে চাষ কোরবে, হর রকম ফসল পাবে সকল দুঃখ ঘুচে যাবে।

নন্দ। (স্বগতঃ) ব্যাটা যুক্তি দিলে মন্দ নয়। এঁড়ের যদি এত গুণ তবে কঞ্জুস বেটা আমায় দিতে চাচ্চে যে? তবে বুঝি সিং নাড়ে, আর চাট্ মারে; এক নাদা গোবরও পাওয়া যায় না তাই, তা যাই হোক আমারও ঘর পোড়ার কাঠ, তিন বছরের মাইনে পাইনি, এঁড়ে, এঁড়েই সই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা; আপনি দাতা, আমি ভিক্ষুক। আপনি দয়া কোরে যা দেবেন আমায় তা নিতে হবে। কারণ অসন্তুষ্টা দ্বিজ নষ্টা সন্তুষ্টা ইব পার্থিব, দিন সেই এঁড়েটীই তবে দিন।

চৈতন। ওরে ধনা! গোয়াল থেকে এঁড়েটী আস্তে আস্তে বার ক'রে, এনে গলার দড়ি গাছ খুলে নিয়ে, পুরুত ঠাকুরের ছেলেকে দে।

নন্দ। আজ্ঞে দড়ি খুলে নেবেন, তবে নিয়ে যাবো কেমন কোরে।

চৈতন। কেন, তুমি এক গাছি দড়ী কিনে আন।

নন্দ। আজ্ঞে পয়সা তো সঙ্গে করে আনিনি; আর যদি আপনি দয়া করে এঁড়েটী দিচ্চেন, এক গাছি দড়িও না হয় দিন!

চৈতন। তুমি তো ভারি ছেলে মানুষ হ্যা! তোমার কোন কাণ্ড জ্ঞান নাই! তুমি পুরুৎ ঠাকুরের বেটা! তোমার আজও

এ বুৎপত্তি জন্মায়নি যে গরু দান কর্‌বার সময় দড়ি দিতে নেই; যদি সেই দড়ি গলায় দিয়ে গরুটি মরে, তা হ'লে গেরস্থের গরুর গলায় দড়ি দিয়ে মরার পাপ হয়। তা তোমার কাছে পয়সা নেই, আমি একটী পয়সা গরু দানের দক্ষিণে দোব। আপাততঃ তোমার ওই গামছা-খানি তার গলায় দিয়ে নিয়ে যাও আর এই দক্ষিণের পয়সা নাও।

(কাল এঁড়ে গরু লইয়া রামধন ভৃত্যের প্রবেশ।)

নন্দ। ইস্ এঁড়েটী যে নিঝুম্ মেরে রয়েছে?

চৈতন। আরে জানোনা! ওকি টের পাচ্চেনা যে ওকে পরের বাড়ী যেতে হোচ্চে, তাই ও মন মরা হোয়েছে। দুএক দিন তোমার বাড়ী গিয়ে খেলে দেলেই ফুর্ত্তী কোরে নেচে কুঁদে বেড়াবে।

(রামধন ভৃত্য এঁড়ের গলার দড়ি খুলিয়া নন্দলালের প্রতি)

রামধন। ধর, ঠাকুর ধর।

নিধি। না না রামধন! তুমি দিওনা, তুমি দিওনা, তুমি দিওনা, কর্ত্তাকে স্বহস্তে দান কোত্তে হবে।

চৈতন। হ্যাঁ আমিই দিচ্চি। এস হে নন্দলাল এস! তোমার হাত দাও। (নন্দলালের হাত ধরিয়া) নাও এই নাও। (নন্দলাল গামছা এঁড়ের গলায় বাঁধিয়া টানা ও এঁড়ে নড়্‌চেনা দেখে চৈতন মণ্ডল)।

চৈতন। ওরে রামধন! তুই এঁড়েটাকে টেনে টুনে বাড়ির

বার কোরে খানিক এগিয়ে দিয়ে আয়, তবে তো নন্দ-
লাল নিয়ে যেতে পারবে।

[রামধনের তথাকরণ ও নন্দলাল এঁড়ের সহিত প্রস্থান।

নিধি। এঁড়েটা যে রকম জখম হোয়েচে বোধ হয় রাস্তায় যেতে
যেতেই মোরবে।

চৈতন। আরে তাতেইতো আমি ওটাকে দান কোরলুম। নইলে
শর্ম্মা কি তেমন পাত্র যে খাইয়ে দাইয়ে একটা আড়াই
সনে এঁড়েকে মানুষ করে বিদায় করে? ভাগাড়ে ফেল-
বার কড়ি চাই, গুয়ের সঙ্গে নুড়ো কেন যায়, তাই ওই
বোকা বামুনকে ওটা দান ক'র্‌লুম। (হঠাৎ) উহু হু
আমার বুকে যে বড় বেদনা ধর্‌লো, আর যে দাঁড়াতে
পাচ্চিনি। নিধিরাম! শিগ্‌গির একখানা মাদুর পেতে
দাও আমি একটু শুই। বুঝি এবার আমার দম বন্ধ
হোলো।

নিধি। তাইতো তাইতো! ওরে কে আছিস, শিগ্‌গির একখানা
মাদুর নিয়ে আয়।

(মেদো ভৃত্যের একখানা মাদুর লইয়া প্রবেশ।)

ভৃত্য। একি একি কর্ত্তা ভূঁয়ে শুয়ে পোড়েছেন। মশাই!
কি হোয়েছে, কি হোয়েছে, কর্ত্তার কি হোয়োছে?

চৈতন। নিধিরাম! বাবা! প্রাণ যায় বড় বেদনা।

নিধি। কোথা বেদনা কোচছে বলুন হাত বুলিয়ে দি।

চৈতন। বুকে যেন কে বড়্‌শা মার্‌ছে।

নিধি। মশাই! দাদাবাবুদের ডাক্‌বো কি?

চৈতন। ডাকো প্রাণ যায় বুঝি আর বাঁচবো না।

নিধি। সেকি, সেকি, ভয় কি, মেদো! তুই শিগ্‌গির দাদা বাবুদের ডাক্‌তো।

মেদো ভৃত্য। আজ্ঞে তারা জামাই বাবুকে নিকেশ কর্‌বার জন্যে খিড়কীর বাগানে ঘাপ্‌টি মেরে আছেন।

নিধি। যা শিগ্‌গির ডেকে আন্‌গে।

[মেদো ভৃত্যের প্রস্থান।

চৈতন। নিধিরাম! আর যে বাঁচিনে বাবা প্রাণ যায়।

(চৈতনের পুত্রগণের প্রবেশ।)

পুত্রগণ। (নিধির প্রতি) একি একি! বাবার কি হোয়েছে? বাবা এমন কোরে এখানে পোড়ে রোয়েছেন কেন?

নিধি। ওঁর একটা ফিক্ বেদনা ধোরে, যাতনায় অস্থির হোয়েছেন।

চৈতন। কেও হারাধন, মানিকলাল, তিনকড়ি এয়েছিস্? বাবা! আয় তোরা আমার কাছে আয়, একটু গায়ে হাত বুলো।

হারা। বাবা ডাক্তার ডাক্‌বো কি?

চৈতন। না বাবা! আর ও রোসন চৌকিওয়ালা বেটাদের ডেকোনা, আর ঘরের কড়ি ব্যয় করোনা। কড়ি ব্যয়ের দরকার নেই। এখন আমি তোমাদের একটী কথা বলি মন দিয়ে শোন। অনেক টাকা রেখেছি, যায়গা জমীও ঢের করিচি;—মরণ কালে তোমাদের কিছু উপায় করে দিয়ে যাই। আমি মোলে লাটি মেরে

আমার মাথা ভেঙ্গে গা হাত পা থেঁতো ক'রে চুপি চুপি চৌমাথায় ফেলে দিয়ে এস।

মাণিক। সেকি বাবা সেকি! আমরা কি তোমার সৎকার কোরব না?

চৈতন। সৎকার পরে কেরো। আমায় ওই দশায় মরে পড়ে থাকতে দেখলে পুলিশ ঠাওরাবে কেউ আমায় মেরে ফেলেছে। দারোগা জুলুম কোরে পাড়াশুদ্ধ লোককে টানা-টানি করবে, তা হোলেই দারগার গুঁতোয় সকলে মাথুট করে তোমাদের কিছু দিয়ে মুখবন্ধ করবার যোগাড় করবে। আমায় পোড়াবার খরচ, তোমাদের হবিষ্যির খরচ, আমার শ্রাদ্ধের খরচ, তা থেকেই কুলান হবে। ঘরের কড়ি আর বের কর্ত্তে হবে না। ও প্রাণ যায়, প্রাণ যায়। দম্‌ফেটে গেলে একটু জল দাও।

তিন। তাইতো জলতো এখানে নেই। বাড়ির ভিতর জলের জন্যে গেলে মাগীরা এখনি হাউ চাউ করে কেঁদে উঠবে। আর লক্ষ্মির ভাতার বক্কো শালাও পালিয়ে যাবে। বুঝি এতক্ষণ পালালো। বড় আপশোষ হোচ্চে, এ সময় বাবা মরে, শালাকে নিকেশ কর্ত্তে পাল্লেম না।

চৈতন। দেরে, জল দে, ছাতি ফেটে গেল একটু জল দে।

হারা। মানিক তুমি গোয়াল ঘর থেকে একটু চোনা আন। নৈ হোক, আর এড়েঁই হোক, যার চোনা পাও আন। জল অভাবে বাবা মারা যায়, না হয় একটু চোনা দেওয়া যাগ্।

চৈতন। ওকি! ওকি! ওরা কে! ধল্লে! ধল্লে! আমায় মেরে ফেল্লে! বাঁদলে, বাঁদলে! কক্কোড়ে কোরে বাঁদলে। এরা

কি সেপাই না পাক? উঃ, উঃ, কি ভয়ানক মূর্ত্তি! মারিস্‌নি, মারিস্‌নি, তোদের পায়ে পড়ি; ওঃ মলেম মলেম।

(মৃত্যু)

পুত্রগণ। অ্যাঁ! বাবা মলো।

নিধি। চুপ, চুপ, গোল কোরোনা। ধরাধরি করে ওই ঘরের ভিতর চাবি দিয়ে রাখ। রাত্তিরে ওঁর কথা মত কাজ কোরে চৌমাথায় ফেলে রেখে আসবো। তা হ'লে বিলক্ষণ দশ টাকা পোট্‌বে। গাঁয়ের শালাদের কাছে এবার মনের সাধে টাকা মোৎবো। চল চল এঁকে নিয়ে চল।

(পুত্রগণ চৈতনকে তুলিতে চেষ্টা।)

হারা। ইস্‌ বড় ভারি, তোলা যায় না যে!

নিধি। আরে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চল না।

মাণিক। সেকি? বাবা! তাঁকে হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে যাবে?

নিনি। হ্যাঁ বাবা! এখন বাবা আছে! মরা গরুতে কি ঘাস খায়; চল চল ঘরে পুরে চাবি দিয়ে রাখিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় চিত্র।

প্রথম দৃশ্য।

যমপুরি।

সিংহাসনোপরি ধর্ম্মরাজ যম, চিত্রগুপ্ত ও সভাসদগণ আসিন ও যমদূতগণ দণ্ডায়মান।

যম। দূতগণ! অদ্য তোমরা যে সকল নর নারীগণকে মর্ত্ত্য লোক হতে আনয়ন করেছো, একে একে তাদের আমার নিকটে উপস্থিত কর।

১ম-দূ। যথা আজ্ঞা দেব! (প্রস্থান ও একজন বাবু বেশী মোহান্তকে আনয়ন।)

যম। এ কে?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে ইনি একজন মহান্ত, দেবালয় সংগৃহিত অর্থ আপন ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করবার জন্য ব্যয় করেছেন। বহুতর সাধ্বীসতীর ধর্ম্ম নষ্ট কোরেছেন। কাকেও বা অর্থ প্রলোভনে মুগ্ধ করে, কাকেও বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়ে, কাকেও বা বল পূর্ব্বক, কাকেও বা ভয় দেখিয়ে, এই রূপ নানাতর উৎকট উৎকট পাপে দেবঅর্থ ব্যয় করেছেন।

যম। তবে এযে মহাপাপী। দূতগণ! এই পামরের বস্ত্রালঙ্কার সকল কেড়ে নিয়ে কুম্ভীপাক্ নরকে নিক্ষেপ কর।

দূত। যথা আজ্ঞা দেব! [মহন্তকে লইয়া প্রস্থান।

(একজন স্ত্রীলোককে লইয়া প্রবেশ।)

যম। এ কে ?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে দেব! এই দুঃশীলা রমণী উপপতির প্রীতি সাধন জন্য, স্বহস্তে আপন পতিকে সুষুপ্ত অবস্থায় নির্দ্দয় রূপে বধ করেছেন।

যম। যাও এই দুঃশীলা রমণীকে অশিপত্র বন দিয়ে লয়ে গিয়ে তপ্ত লৌহমূর্ত্তির সহিত আলিঙ্গন করাও গে।

[দূতের সহিত স্ত্রীলোকের প্রস্থান।

(দূতের সহিত একজন পুরুষের প্রবেশ।)

যম। এ কে ?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে এব্রহ্ম রাক্ষস। ইনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মে ক্রিয়া বর্জ্জিত ও আচার ভ্রষ্ট ছিলেন। মদ্যপ, যথেচ্ছাচারী, এবং আহারাদিরও কোন বিচার করেন নি। পিতা মাতার উপর বহুতর অত্যাচার ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন। সর্ব্বদাই স্বার্থসাধনে ব্যস্ত ছিলেন এবং অর্থ সংগ্রহে ধর্ম্মের উপর কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখেন নি।

যম। এই সংসার মল পাপাত্মাকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ কর।

দূত। যথা আজ্ঞা দেব।

[দূতের সহিত পুরুষের প্রস্থান।

(একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে লইয়া দূতের প্রবেশ।)

যম। এ কে ?

চিত্রগুপ্ত। আজ্ঞে ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বেতনভোগী অধ্যাপক

অর্থলয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন। মান সম্ভ্রম ও ধন সংগ্রহের জন্য ম্লেচ্ছ বাস পরিধান, ম্লেচ্ছ খাদ্য ভোজন ও ম্লেচ্ছ যানে আরোহণ করেছেন। ন্যায়ের পণ্ডিত হয়ে সংসারে নানা প্রকার অন্যায় আচরণ করেছেন। ব্যবস্থাপক হয়ে, অর্থলোভে শত সহস্র অব্যবস্থাকে ব্যবস্থা বলে প্রতিপন্ন করে সংসার যোজিয়েছেন।

যম। যাও, এই দুরাত্মাকে অশিপত্র বন দিয়ে নিয়ে গিয়ে কুম্ভীপাক নরকে নিক্ষেপ করগে, তথা হইতে রৌরব ও পুনরায় তথা হইতে আগ্নেয় নরকে নিক্ষেপ করে ওর পাপ সকল ধ্বংশ করগে।

[দূতগণের সহিত প্রস্থান।

(একজন রমণীর সহিত দূতের প্রবেশ।

যম। এ রমণী কে?

চিত্র। আজ্ঞে এ বিধবা হিন্দু মহিলা। মান্যা, গণ্যা, ও আঢ্যা, অনেক সদব্যয়ও করেছে, ও প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য কুতন্ত্রী লোকের পরামর্শে অকারণে অনেক অর্থও নাশ করেছে। ইনি ভোগবিলসী হোয়ে, জ্যোতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে ও সতী ধর্ম্মে উপেক্ষা করে পরপুরুষের সহবাসে গর্ভধারণ, ও নির্ম্মম হৃদয়ে সেই গর্ভ অনেকবার বিনষ্ট করেছেন।

যম। এ পাপীনীকে আগ্নেয় মত্ত হস্তীর আলিঙ্গনে নিক্ষেপ করগে। তার পর এর পাপ সকল ধ্বংশ হোলে পুণ্য লোকে প্রেরণ কোরো।

[দূতের সহিত রমণীর প্রস্থান।

(নেপথ্যে কোলাহল।)

যম। ওকি, ওকি! ও শব্দ কিসের?

চিত্র। আজ্ঞে একটা মহাপাপী আগমনের।

যম। কে সে পাপী।

চিত্র। আজ্ঞে মর্ত্তে তাহার নাম চৈতন মণ্ডল। জগতে এমন কোন দুষ্ক্রিয়া নাই যে তাহার দ্বারা সংশাধিত হয় নাই।

(কতিপয় দূতের সহিত চৈতন মণ্ডলের প্রবেশ।)

চৈতন। কে তোরা? কেন আমায় বন্ধন করেছিস্ বল। আমি চৈতন মণ্ডল। আমার হাতে তোদের বাপেরও নিস্তার নাই।

যম। চৈতন মণ্ডল! তুমি ঘোর পাপী নৃশংস পিশাচ। আজন্ম কখন কোন সৎকার্য্য করনি। আমার সম্মুখে বন্ধন দশায় নীত হোয়েও ভীত হচ্ছ না। তোমার মতন দুর্দ্দান্ত পাপী আমি পূর্ব্বে কখন অবলোকন করিনি।

চৈতন। তুমি কে?

যম। আমি যম। জীবের অন্তক। আবার ধর্ম্মরূপে সকলের পাপ পুণ্যের বিচারক।

চৈতন। বটে, এমন! আচ্ছা আমার কি সকলি পাপ? কখন কোনদিন কোনও পুণ্য সঞ্চয় করিনি? তুমি ধর্ম্মরাজ বলে সংসারে বিদিত, অকারণ মিথ্যা কথা বলে কেন অপকির্ত্তী রাখবার অভিলাষ করচো? না না তোমাকে সে কথা বলাই আমার অন্যায়

হয়েছে। তুমি ও আমার ন্যায় পাপী। আপন কর্ম্ম ফল হেতু মর্ত্ত লোকে একদেহে শুদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলে। অপর দেহে ধর্ম্মরাজ বোলে বিখ্যাত হোয়েও সিংহাসন লালসায় মিথ্যা কথা বোলে গুরুহত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা, কোরেছ, অতএব আমার পাপের বিচারক তুমি কখনো হতে পার না।

যম। চিত্রগুপ্ত! ভাল করে এর জীবনীর চিত্র সকল নিরীক্ষণ কর। দ্যাখ, যদি কখন কোন সময়ে মনন বা অনুষ্ঠান দ্বারা কোন পুণ্য সঞ্চয় কোরে থাকে।

চিত্র। আজ্ঞে দেব! কই! আমি তো বিশেষ রূপে নিরিক্ষণ কোর্‌লেম কণামাত্র পুণ্যের সঞ্চার এর জীবন চিত্রে চিত্রিত দেখ্‌তে পেলেম না।

চৈতন। ব্যাটা আমার নকিব সেজে দাওয়ানী কোর্‌তে বোসেছেন। মুহুরীর ব্যাটা মুহুরী। কোন ব্যাটা তোকে এ কাজের ভার দিয়েছে বল্‌তো? যত বেটা আহাম্মক দেবতা জুটে, এই গর্দ্দভ বেটার হাতে জীবলোকের জীবন চরিত্র অঙ্কিত করবার ভার দিয়েছে। দ্যাখ্, দ্যাখ, ভাল করে দ্যাখ, যদি পাকা খাতা ও খোতেনে না পাস্, জাব্দার কানটুকী গুলো ভাল করে দ্যাখ্।

চিত্র। (খাতা দেখিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে, এ ব্যক্তি এক দিন একটী মূমূর্ষ এঁড়ে গরু ভাগাড় খরচ বাঁচাবার জন্যে আপন পুরোহিত পুত্রকে দক্ষিণার সহিত দান করেছিল—ঐ এঁড়েটি চার দণ্ড কাল জীবিত ছিল মাত্র, কিন্তু ব্রাহ্মণকুমারকে অর্থ ব্যয় করে এড়েটিকে

ফেলতে হোয়েছিল। এতে যত টুকু পুণ্য সঞ্চয় হয়, ধর্ম্মরাজ! আপনি বিচার কোরে, সে পুণ্যের ফল প্রদান কর্‌বেন।

যম। চৈতন মণ্ডল! তুমি আমায় যথার্থ অনুযোগ করেছো; আমি সে জন্য তোমার উপরে ক্রোধ করবো না; কিন্তু তোমার রাশি রাশি দুষ্কৃতি, অল্পমাত্র পুণ্য; অতএব অগ্রে পাপের ফল ভোগ ক'রতে চাও, কি পুণ্যের ফল ভোগ ক'রতে চাও?

চৈতন। তোমার মতন বিচারকের হাতে, জীব লোকের পাপ পুণ্যের বিচারের ভার ন্যস্ত হোয়েছে; এই বিষম বিভ্রাট ঘোটেছে। বোধ হয় তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে। যার রাশি রাশি পাপ, সেই পাপ ফল অনন্ত কাল ভোগ কোরেও শেষ হবে না। সে তার অল্প পুণ্য ফল শেষে ভোগ করবার কি আর সময় পাবে? স্বর্গ, নরক, সুখ, দুঃখ, জীবের মনে; আত্মারূপে অবিনাশি ঈশ্বর সকল দেহে অবস্থান কর্চ্ছেন; মায়ীক জীব ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী হোয়ে তা বিস্মৃত হয় বোলেই তার সুখ দুঃখ। আমি মহাপাতকী, চিরকাল দুঃখ ভোগ কোর্‌ত হবে। কিন্তু সম্মুখস্থ পুণ্যের সুভফলকে উপেক্ষা কোরে আগেই বা কেন দুঃখ ভোগ করি। ধর্ম্মরাজ! আগে আমাকে আমার পুণ্যের ফল ভোগ করতে দাও।

যম। তথাস্তু। (চৈতনের শৃঙ্খল মোচন)

(এক বলিষ্ঠ বৃষ নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।)

যম। চৈতন মণ্ডল! তোমার পুণ্য ফল সম্ভূত এই ধর্ম্ম বৃষভ। ইনি যতক্ষণ না তোমার পুণ্যের ফল বিনষ্ট হবে, তোমারি আজ্ঞাকারী থাকবেন। এঁকে তুমি যাহা আদেশ কর্‌বে তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত কোরবেন।

চৈতন। বটে! বটে! ধর্ম্মরাজ, তোমার এ কথা সত্য তো?

যম্। হাঁ চৈতন মণ্ডল, সত্য।

চৈতন। এঁড়ে! তুই আমার সেই এঁড়ে?

এঁড়ে। (মস্তক নাড়িয়া) হুঁ।

চৈতন। আমি যা বলবো তুই শুনবি?

এঁড়ে। (মস্তক নাড়িয়া) হুঁ।

চৈতন। তবে দে, এই যম বেটার পেটে শিং পুরে দে। লাথিয়ে, লাথিয়ে, ওর মাথার খুলি ভেঙ্গে দে, সংসারের পাপ চুকিয়ে দে; তা হলে কেউ মর্‌বে না, সকলেই অমর হবে। আর এই মুহুরী বেটাকেও সঙ্গে সঙ্গে।

"কাল হরে সদা ব্যাটা লয়ে বাজে জমা।
আপনার বাজে জমা না ভাবে অধমা॥"

ঐ ব্যাটাকে আগে নিকেশ কর তা হলে একেবারে জীবের পাপ পুণ্যের জমা খরচ ঘুচে যাবে।

(ধর্ম্ম বৃষের যমকে ও চিত্রগুপ্তকে আক্রমণ এবং তাহাদের স্ব স্ব আসন হইতে সভয়ে পলায়ন; যাঁড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন। চৈতন মণ্ডল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া)

চৈতন। দূতগণ!

দূতগণ। (যোড় হস্তে) ধর্ম্মরাজ!

চৈতন। অদ্য যে সকল পাপীদের শাস্তি প্রদান করা হো'য়েছে,

আমার আদেশে সত্বর তাদের শিব লোক, ব্রহ্ম লোক ও বিষ্ণু লোকে, প্রেরণ কর।

১ম দূত। আজ্ঞে ধর্ম্মরাজ! সে সব স্থানে আমাদের তো যাবার অধিকার নাই।

চৈতন। আচ্ছা তবে আমি স্বয়ং সকল পাপিদের মুক্ত করিগে।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

রম্য কুঞ্জকানন।

(বিলাসিনী যোষিতাগণের গীত গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

অপর দিক হইতে পুরুষগণের প্রবেশ।)

গীত।

স্ত্রীগণ।—চাঁচর চিকুরে আহা বিনাইয়া বেণী।
কবরি বেঁধেছি কিবা, হের গুণমণি॥
চন্দন চর্চ্চিত ভালে, নাকে গজমতি দোলে,
বিম্ব ফল জিনি খেলে, ওষ্ঠাধর দুই খানি॥

অন্য গীত।

পুরুষগণ। জীবন মরণ আছে সবা সন্নিধানে।
অধরে ধরলো সুধা গরল লোচনে॥
স্মর শরে জ্বর জ্বর, কটাক্ষ শর সংহর,
করুণাকণা বিতর, বাঁচাও অমিয়দানে॥

(উভয় দল উভয় দলকে আসঙ্গ লিপ্সায় আলিঙ্গন করিতে আগমন।)

সহসা পট পরিবর্ত্তন।

অশিপত্র বন।

সহসা মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হইয়া পিশাচ পিশাচিনীর মূর্ত্তি ধারণ।

(যমদূতগণের প্রবেশ ও তাড়না।)

[সকলের প্রস্থান।

(চৈতন মণ্ডলের প্রবেশ।)

চৈতন। একি! এই যে আমি মনোহর মূর্ত্তি দেখলেম; দিব্য মূর্ত্তি নর নারীগণের সুললিত সংগীত শ্রবণ করে প্রাণ শীতল হয়েছিল। অবিলম্বে আবার একি দেখচি! এ যে ভয়ানক মায়া মরীচিকা! বিষম শঙ্কটের স্থান! না না—আর এখানে অবস্থান করা উচিত নয়। অন্যত্র গমন করি।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

গন্ধক বিধুমিত দ্রাবক প্রজ্বলিত স্রোতস্বতী বৈতরণী।

(চতুর্দ্দিকে পাপীদের আর্ত্তনাদ।)

(চৈতন মণ্ডলের প্রবেশ।)

চৈতন। অহো কি ভীষণ দৃশ্য! এখানে কোন ক্রমে অবস্থান করতে নেই। চল্লেম—চল্লেম—ধর্ম্মরাজের সিংহাসনে পুনরারোহন করিগে।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

ভয়ঙ্কর বন পৈশাচিক নৃত্য।

পট পরিবর্ত্তন।

যমপুরী।

(চৈতন মণ্ডলের প্রবেশ।)

(ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেবের সহিত যম, চিত্রগুপ্ত ও যমদূত গণের প্রবেশ।)

যম। দূতগণ! ওর পুণ্য ফল ভোগ শেষ হয়েছে ও কে এখনি বন্ধন কর।

চৈতন। খবদ্দার আমার কাছে এগুসনি, এখনি ভষ্ম করে ফেল্‌বো। তোদের বা, তোদের ধর্ম্মরাজের; আর আমার উপর কোন অধিকার নেই। লোকে পুঞ্জ পুঞ্জ পুন্য ফলে যে ত্রিমূর্ত্তির দর্শন পায় না আমি আজ আমার বুদ্ধি কৌশলে ও ভাগ্যবলে সেই বিশ্বমূলাধার বিশ্বরূপের ত্রিমূর্ত্তির দর্শন পেয়েছি। হরি! দীনবন্ধু! যদিও আমি ঘোর, পাপাচারী, পাষণ্ড, আন্তরিক কোন কালে তোমার ভজনা করিনি, কিন্তু মৌখিক ও লোক দেখানো তোমার নাম জপের মাহাত্মে আজি আমি দুস্তর ভবার্ণব হোতে উদ্ধার হোলেম।

বিষ্ণু। বাস্তবিক—চৈতন মণ্ডল যথার্থ কথা বোলেছে। আমাদের দর্শনের ফলে ও ঘোর পাতকী হোয়েও সদ্য মুক্ত হলো। চল বৎস চল! বৈকুণ্ঠধামে চল। ঐ বিমানে পুষ্পকরথ। দিব্য কলেবর ধারণ কোরে আমার নাম মহাত্মে দিব্যধামে সুখে অবস্থান কোর্‌বে চল।

সকলের অন্তর্দ্ধান।

পট পরিবর্ত্তন।

বৈকুণ্ঠধাম।

পুষ্পকরথে বিষ্ণুমূর্ত্তিতে চৈতন মণ্ডল।

বৈষ্ণবগণের গীত।

আয় আয় আয় দেখরে সবাই,
হরিনামে কে যায় তরে,
পাতকি যে জন, যায় সে কেমন,
নামের জোরে ভবপারে।
চরাচরে যারে শঙ্কা করে,
সে শমনে দেখ ডঙ্কা মেরে,
যায় পুলকে গোলকে, ফেলে যমেরে বিপাকে,
বিচারে তার ভুল ধরে॥
ছেড়ে অপর বাসনা, নাম সাধনা রসনা,
যাতায়াত আর করিতে হবে না,
বল হরিনাম একবার বদন ভোরে॥

যবনিকা পতন।